EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য
বাংলাদেশে জিই'র নতুন চুক্তি ঘোষণা অনুষ্ঠান

ওয়েস্টিন হোটেল
৩রা অক্টোবর, ২০১২

প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহী
জ্বালানি, শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ের জেনারেল অব. এনামূল হক
বাংলাদেশে স্পেনের রাষ্ট্রদূত মাননীয় লুই তেজাদা শেকন
জিই'র চেয়ারম্যান, জেফ ইমেল্ট
আইসোলাক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লুই ডেলসো
সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সহকর্মী ও বন্ধুগণ
থমাস আলভা এডিসন...উদ্ভাবক...

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউ জার্সির মেনলো পার্কের থমাস এডিসনের গবেষণাগা - প্রায় একশরও অধিক বছর আগের কথা - মানবজীবনের ধারা পরিবর্তন করেছে এমন সব উদ্ভাবনের জন্মস্থান সেটি: ইনক্যানডিসেন্ট লাইট বাল্ব, মুভি ক্যামেরা, ফোনোগ্রাফ, কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র... সবমিলে ১০০০-এরও অধিক সত্বাধিকারের একটি তালিকা।

থমাস আলভা এডিসন ... উদ্যোক্তা ...

থমাস এডিসন এই চমকপ্রদ উদ্ভাবন নিয়েও সন্তুষ্ট ছিলেন না ... মানুষের কাছে এই সব আবিষ্কার পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয় তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। ১৮৯২ সালে, তিনি একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন - এডিসন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি - যাতে তার উদ্ভাবনসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। ১২০ বছরের অধিক সময় আগে প্রতিষ্ঠিত সেই কোম্পানিটি আজকের জিই'র সূচনা করে।

এ বছরের ফোর্বস গ্লোবাল ২০০০ প্রতিবেদন অনুযায়ী জিই, জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কোম্পানি।

গত কয়েক দশকে কোম্পানিটি বহুমাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও কতগুলো বিষয় এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। অনেক বছর আগের এডিসনের কোম্পানির মতোই আজও জিই উদ্ভাবনের এক চমৎকার চালিকাশক্তি। আজও জিই উদ্যোগ নেয়ার প্রেরণা ও উত্তম ব্যবসায়িক জ্ঞানের চালিকাশক্তি। প্রায় এক শতাব্দীর আগের এডিসনের গবেষণাগারের মতো জিই আজও মানবজীবনের ধারা পরিবর্তন করে।

উদাহরণস্বরূপ আজ জিই ও তার বাংলাদেশী অংশীদার আইসোলাক্স এবং সামিট পাওয়ার বাংলাদেশে মানবজীবনের ধারা পরিবর্তন করছে। ফেব্রুয়ারি মাসে সামিট পাওয়ারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিসহ আজ জিই যে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করছে তা বাংলাদেশের বর্ধমান অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

বৃদ্ধি করবে। বিশ্বের সবচেয়ে কর্মশক্তিসম্পন্ন জিই'র টারবাইনের সুবাদে এই বিদ্যুত হবে সাশ্রয়ী এবং একইসঙ্গে এটি বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের উপুর্যপুরি ব্যবহারে সক্ষম হবে।

লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে রেহাই দেয়ার বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় এই নতুন সংযোজিত বিদ্যুৎ অত্যন্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ যখন একটি মধ্য আয়ের দেশ হতে সচেষ্ট, যখন বাংলাদেশ এমন একটি দেশ হতে সচেষ্ট যার নাগরিকগণ নিজ পরিবারদের নিরাপদ আশ্রয়, যর্থার্থ ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্য, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, এবং শিশুদের জন্য উত্তম শিক্ষা প্রদান করতে পারবে - এমন একটি দেশ হতে সচেষ্ট যেখানে শিশুদের বিকাশ রোধের হার ৪১ শতাংশ থেকে শূন্যতে নেমে আসবে, তখন এই নবসংযোজিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

...আর বাংলাদেশের রেলপথকে উজ্জীবিত করতে রেলের ইঞ্জিনে বিনিয়োগ ও বাংলাদেশের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট উপকরণে বিনিয়োগ সহ জিই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আরো অনেক কিছু করতে প্রস্তুত।

এখানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমি প্রায়ই একথা শুনি যে এখানে আরো ব্যবসায়িক সুযোগগুলো ঘেঁটে দেখার জন্য আমার আরো আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নিয়ে আসা উচিত। এক্ষেত্রে আমার উত্তর সবসময়ই একই হয়: কোনো রাষ্ট্রদূত বলার কারণেই কোনো আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশে আসবে না; না ... তারা তখনই আসবে যখন এখানে আসাটা যুক্তিসঙ্গত হবে...আর এজন্যই আজকের দিনটি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ...আজ আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও সেরা কোম্পানিগুলোর অন্যতম আসলেই বাংলাদেশে এসেছে...তারা বাংলাদেশে এসেছে কারণ এখানে আসাটা তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহও এটা লক্ষ্য করবে...

আজ বাংলাদেশের জন্য...আমেরিকা ও বাংলাদেশের বর্ধমান সম্পর্কের জন্য আর বিশেষ করে বাংলাদেশের চমৎকার জনগণের জন্যও একটি মহান দিন।

এই চুক্তিগুলো সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহে বিশাল প্রবৃদ্ধির পথ সুগম করার জন্য আমি ড. তৌফিক-ই-এলাহী, মন্ত্রী হক, আইসোলাক্সের লুই ডেলসো ও সামিট পাওয়ারের আজিজ খানকে অভিনন্দন জানাই।

আমি জিই'র চেয়ারম্যান জেফ ইমেল্টকে ব্যক্তিগতভাবে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। জেফ, আমি আশা করি যে বাংলাদেশে আপনার সফর আপনাকে এদেশের জাদুর অভিজ্ঞতা পাওয়ার সুযোগ করে দিবে। বাংলাদেশের কর্মঠ, বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টিশীল, উদার, উদ্যোগ নিতে আগ্রহী ও সহনশীল জনগণের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিবে।

আমি আশা করি যে আপনি যখন বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশের জনগণের মতো আমিও কি কারণে এদেশকে আগামীর এশিয়ান টাইগার হয়ে ওঠা সম্বন্ধে এতো আশাবাদী। জেফ, জিই যাতে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারে সেজন্য আপনি বাংলাদেশে আসাতে আমি আনন্দিত...আসলেও, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এশিয়ার আগামী অর্থনৈতিক টাইগার হতে পারে।

ধন্যবাদ।

==========